দৈনিক জনকণ্ঠ

178

তারিখ ... NOV. 03 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

সবাই মিলে কোটি কোটি ছাত্রকে বিপর্যস্ত করলেন

নির্মল সেন

অক্টোবরের প্রথমে মনে হচ্ছিল রাজনৈতিক অঙ্গনে মনে হয় একটা সমঝোতা হচ্ছে। সংসদীয় কমিটিতে বিরোধীদলীয় সদস্যরাও যাচ্ছিলেন। বিএনপিসহ বিরোধী দল গতানুগতিক দু'একটি হরতাল দিচ্ছিল। তাতে তেমন ধার ছিল না।

অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঢাকার বাইরে গেলাম। দেখলাম সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার প্রস্তুতি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ নবেম্বরের মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করতে হবে। রমজানের আগেই শেষ করতে হবে এসএসসি টেস্ট পরীক্ষা। গ্রামের স্কুলের শিক্ষকদের মাথায় হাত। কারণ সারা বছর তারা ছাত্রদের তেমন বেতন পান না। বছরান্তে পরীক্ষার সময় অভিভাবকরা বাধ্য হয়ে কিছু টাকা দেন। তাও ফসলের ওপর নির্ভর করে। তাই ফসলের মৌসুমে বার্ষিক পরীক্ষার তারিখ ধার্য করা হয়। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে এবার সে গুঁড়েবালি। কারণ নবেম্বরে মাঠের ধান পাকবে না। কৃষক ঘরে ফসল তুলতে পারবে না। তাই পরীক্ষার সময়ও বেতন বা ফী দেয়া অভিভাবকদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ কথাটি এত সত্য যে, গ্রাম-গ্রামান্তরে না গেলে বোঝা যাবে না। আমি বার বার শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছি, বলার চেষ্টা করেছি, কোন সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে গ্রামবাংলার দিকে একটু তাকান। তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে কোন সিদ্ধান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাপিয়ে দিবেন না। শিক্ষা ব্যাহত হবে। কোনভাবেই এর ক্ষতি পূরণ করা যাবে না।

এ সব কিছুই আমার মনে হয়েছে গ্রামের শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্ত আমার বুঝতে অসুবিধা ছিল না। তাঁরা ভেবেছিলেন রমজানের আগেই পৌর কর্পোরেশন ও উপজেলা নির্বাচন হবে। গ্রাম-গ্রামান্তরে উপজেলা নির্বাচনের প্রভাব পড়বে। সুতরাং আগেভাগেই পরীক্ষা নিয়ে নেয়াই ভাল। তাঁদের ধারণা অনুযায়ী এটাকেই তাঁরা সঠিক সিদ্ধান্ত বলে ভেবেছেন।

কিন্তু আমার ধারণা তাঁরা দেশের রাজনীতির সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেননি। এ কথা সকলের জানা যে, আমাদের দেশে এ মুহূর্ত অবধি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কিছু পূর্বশর্ত আছে, এবং প্রধান ও প্রথম পূর্বশর্ত হচ্ছে রাজনৈতিক অঙ্গনে সমঝোতা। এই সমঝোতা সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত না হয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ পরবর্তীকালে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। এবার কিন্তু সে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

অক্টোবরের প্রথমে আমারও ধারণা জন্মেছিল যে, রাজনৈতিক অঙ্গনে সমঝোতা হবে। কিন্তু ক'দিন পরে সে ধারণা ভেঙ্গে যায়। সেদিন গ্রামে টেলিভিশনে খবর শুনছিলাম। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিলেন। সেই সফরকালে বিদেশের মাটিতে তিনি যে ভাষায় বিরোধী দলকে সমালোচনা করলেন তা আদৌ সমঝোতার লক্ষণ নয়। কোন সমঝোতা হলে তিনি নিশ্চয়ই এ ধরনের ভাষায় কথা বলতেন না। আর আমাদের দুঃখ হচ্ছে যে আমরা কোনদিনই খেয়াল করি না যে, আমাদের দেশে সফরে এসে বিদেশীরা তাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে বিতর্ক তুলে না। আমরা এই রোগ থেকে এখনও মুক্তি পাইনি।

তাই টেলিভিশনের খবর শুনে আমার মনে হয়েছিল সমঝোতা বুঝি হচ্ছে না। এ সময় পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটল। আমার মনে হলো আমাদের রাজনীতিতেও সমঝোতার সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ হলো। কারণ লক্ষ্য করলাম বিরোধী দলের একটি দৈনিকে পাকিস্তানে 'সফল' অভ্যুত্থান হয়েছে বলে ফলাও করে খবর প্রকাশ করা হয়েছে। এবং আমার নিজের বিশ্বাস বিরোধী দলের একটি অংশ অন্তত এ অভ্যুত্থানে পুলকিত হয়েছে এবং নিঃসন্দেহে তাঁরা ভাববেন যে, এবার আওয়ামী লীগকে ভয় দেখিয়ে আরও বেশি দর কষাকষি করা যাবে। অর্থাৎ পাকিস্তানের অভ্যুত্থানের পর সমঝোতার সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ হয়ে গেছে।

তবে এর পরও বিরোধী দলের হয়ত ধারণা ছিল যে, সমঝোতা ব্যতীত কোন নির্বাচনই এখন দেয়া হবে না। সব কিছুই হবে রমজানের পর। তাই তারা বিলম্বিত লয়ে আন্দোলনের কর্মসূচী দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে দু'একটি হরতাল ছাড়া কর্মসূচী ছিল রোড মার্চের। কিন্তু তিনটি পৌর কর্পোরেশনের নির্বাচন দেবার পর তাদের সংবিৎ ফিরল। তাহলে এখন কি করা যায়।

এর পরের সব ঘটনাই হাস্যকর। বিরোধী দলগুলোর মতে ৭ নবেম্বর বিপ্লব দিবস। বিএনপির আমলে এ দিনটিতে সরকারী ছুটি থাকত। আওয়ামী লীগ সে ছুটি বাতিল করেছে। তার প্রতিবাদে বিরোধী দল ৭ নবেম্বর হরতাল দেবে এটা ছিল পূর্ব সিদ্ধান্ত। কিন্তু তিনটি পৌর নির্বাচন ঘোষণার পর একটা কিছু তো করতে হবে। এবার সিদ্ধান্ত হলো ৮ নবেম্বরও হরতাল।

কিন্তু এরপর কি করা যাবে। হরতালের সুযোগ তো আর থাকছে না। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হবে। তার পর আছে শব-ই-বরাত। আসছে রমজান। তার পর আর নতুন করে হরতাল ডাকার সুযোগ কোথায়। তাই তাড়াতাড়ি করে বিরোধী জোটের বৈঠক ডাকা হলো। সিদ্ধান্ত হলো আপাতত ১ নবেম্বর হরতাল।

এ সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া হলো শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত। কারণ পরীক্ষা বিঘ্নিত হবে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৭-৮ নবেম্বর পরীক্ষা আছে। তাহলে কি হবে এই পরীক্ষা নিয়ে। সে ব্যাপারে কেউ মুখ খুলছেন না।

আর এর মধ্যেই একটি সিদ্ধান্ত দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃপ[...] এবার তাঁরা নির্দেশ দিয়েছেন পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরীক্ষা [...] কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তাঁদের নির্দেশে খুব সুন্দরভাবে [...] হয়েছে– যে কারণে পূর্বে নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা নেবার নির্দে[...] দেয়া হয়েছিল সে কারণ এখন নেই। তাই অতীতের নিয়মানুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিভিন্ন পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। অর্থ[...] নবেম্বর মাসের মধ্যে বা রমজানের আগে সকল পরীক্ষা গ্রহণ [...] তেমন প্রয়োজন নেই।

তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল। আমাদের সংসদে প্রতিনিধিত্ব[...] রাজনৈতিক দলগুলো কোন সমঝোতায় এলো না। সরকারী [...] এমন ভাব দেখাল যে, রমজানের পূর্বেই উপজেলা নির্বাচন কর[...] নেবে। আর এ ধারণা থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও নির্দেশ দিল আগা[...] পরীক্ষা নেয়ার। তারপর গণেশ উল্টে গেল। সমঝোতা হলো না। হলো না উপজেলা নির্বাচন। বিরোধী দলগুলো তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশেষ এবং একমাত্র মোক্ষম অস্ত্র 'হরতাল' নিয়ে মাঠে নামল। পরীক্ষা ব্যাহত হতে থাকল। সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নামে আর একটি নির্দেশ দিয়ে দায়িত্ব শেষ করল। সকল মহলের দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় বিপর্যস্ত হলো দেশের কোটি কোটি ছাত্রছা[...] এ প্রসঙ্গে আমার একটি মাত্র আবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃপ[...] কাছে— দয়া করে কোন ব্যাপারে নিশ্চিত না হ[...] তাৎক্ষণিকভাবে কোন নির্দেশ দেবেন না। আর সরকারী [...] বিরোধী দলের কাছে প্রশ্ন, এই কোটি কোটি ছাত্রছাত্রীকে বিপর্যস্ত করার দায়দায়িত্ব কি আপনাদের নয়? আপনাদের জন্যই এরা বিপর্যস্ত হলো।